দৈনিক ইনকিলাব

DEC. 22 1999

তারিখ ... ... DEC. 2 3 1999 ..
পৃষ্ঠা 7 ৩ কলাম ৫ ....

## কলেজ ছাত্র বৃত্তি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কি

আজকে যারা ছাত্র, পরবর্তীতে জাতীয় কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু পরিচালনার দায়-দায়িত্ব তাদের ওপরেই বর্তায়। শিক্ষা জীবনে যে যতটুকু জ্ঞানার্জন করে তারই উপর নির্ভর করে পরবর্তী জীবনের কর্মকাণ্ড। সংক্ষেপে বলা চলে ছাত্ররাই জাতির সম্পদ। বিশেষ করে মেধাবী বা কৃতী ছাত্র-ছাত্রী, যাদের উপর নির্ভর করে দেশের সমৃদ্ধি। তারাই হবে দেশের দক্ষ প্রশাসক, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষক, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃজনী শক্তির অধিকারী। গাড়ীর ইঞ্জিন বন্ধ হলে যা হয় এদের অভাবে দেশের তেমনি অবস্থা হয়।

বৃটিশ ভারতে আইসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরকে বাছাই করে রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হত। পাকিস্তান আমলে সিএসপি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবীদের বাছাই করে রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োগ করা হত। আমাদের বাংলাদেশেও বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরকে বাছাই করে রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োগ দেয়া হয়। অপরদিকে মেধাবী ছাত্র তৈরীর জন্য সকল সময় সকল সরকার মেধানুযায়ী বৃত্তি প্রদান করতেন। তাতে ছাত্ররা আর্থিকভাবে উপকৃত হত। এমনকি কোন কোন মেধাবী ছাত্র এই বৃত্তির অর্থের ওপর নির্ভর করে লেখাপড়া করত। তাছাড়া এই বৃত্তি ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাত। যার ফলশ্রুতিতে দেশে যোগ্য মেধাবী ছাত্র তৈরী হত।

কিন্তু বর্তমানে আমরা বুঝতে পারছি না যে, সরকার মেধাবী ছাত্র তৈরীর এই পরিকল্পনা বন্ধ করে দিয়েছেন কি? অর্থাৎ কলেজ ছাত্র বৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছেন কি? কারণ বিগত ১৯৯৮ সালে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাতে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবর্ষ শেষ হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও তারা বৃত্তির টাকা পায়নি এবং সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে যে পুরস্কার দিতেন তা আজও দেয়া হয়নি।

অপরদিকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, নাচ, গান, নাটক, সিনেমায় যারা ভালো করছে তাদেরকে টেলিভিশনের পর্দায় পুরস্কৃত করতে দেখা যাচ্ছে।

এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি বন্ধের কারণ দেশবাসীকে জানালে বাধিত হব।

মোঃ আলী আক্কাস
২০, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।